হ্রদ

- কাস্পিয়ান সাগর : এশিয়া ইউরোপের মাঝে। পৃথিবীর বৃহত্তম লবণাক্ত হ্রদ,নামের শেষে 'সাগর' থাকলেও এটি মূলত হ্রদ।
- বৈকাল হ্রদ: রাশিয়া। পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ(33rd BCS),স্বচ্ছ পানির জন্য বিখ্যাত।
- সুপিরিয়র হ্রদ: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা সীমান্ত। সর্ববৃহৎ সাধুপানির হ্রদ
- গ্রেট লেকস:লেক সুপিরিয়র,হুরন,মিশিগান,ইরি,ওন্টারিও
- লেক আসাল: জিবুতি। সর্বাধিক লবণাক্ত পানির হ্রদ
- ভিক্টোরিয়া হ্রদ: কেনিয়া, তানজেনিয়া, উগান্ডা। আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ,নীল নদের উৎস
- টিটিকাকা হ্রদ:বলিভিয়া ও পেরু,বিশ্বের উচ্চতম নৌ-চলাচলযোগ্য হ্রদ।
- মরা সাগর (Dead Sea):জর্ডান ও ইসরায়েল,পৃথিবীর নিম্নতম স্থান। অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে এখানে কোনো জীব বাঁচে না এবং মানুষ ডোবে না।

সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও সামুদ্রিক সম্পদঃফ্যাদোমিটার সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র
সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

১. মহীসোপান (Continental shelf)

- সর্বোচ্চ গভীরতা - ১৫০ মিটার
- ১ কোণে সমুদ্র তলদেশে থাকে,
- সবচেয়ে বড় মহীসোপান ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে

২. মহীঢাল (Continental Slope)
৩. গভীর সমুদ্রের সমভূমি (Deep Sea plains)
৪. নিমজ্জিত শৈলশিরা (নিমজ্জিত শৈলশিরা)
৫. গভীর সমুদ্রখাত (oceanic trench)

- প্রশান্ত মহাসাগরে গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা বেশি এর মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত সর্বাপেক্ষায় গভীর।

সমুদ্রস্রোতের কারণঃ

১। নিয়ত বায়ুপ্রবাহ
২। পৃথিবীর আহ্নিক গতি।
৩। সমুদ্রজলের তাপমাত্রার পার্থক্য।
৪। মেরু অঞ্চলে সমুদ্র বরফের গলন।
৫। সমুদ্রের গভীরতার তারতম্য।
৬। সমুদ্রজলের লবণাক্ততার পার্থক্য।
৭। ভূখণ্ডের অবস্থান।

জোয়ার ভাটা:জোয়ার-ভাটা হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের নিয়মিত উত্থান-পতন।
কারণ: সূর্য ও চাঁদের মহাকর্ষ বল এবং পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তি।
সূর্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় হলেও পৃথিবী থেকে কাছে অবস্থিত বলে জোয়ারের ক্ষেত্রে চাঁদের আকর্ষণ সূর্যের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ (২.১৭ গুণ) বেশি। (অনুপাত = চাঁদ : সূর্য = ১১ : ৫)।
জোয়ারকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।
(i) মূখ্য জোয়ার → চন্দ্রের নিকটবর্তী অংশে
(ii) গৌণ জোয়ার → মূখ্য জোয়ারের বিপরীত পাশে।
(iii) ভরা কাটাল বা তেজ কাটাল

- কখনঃ পূর্ণিমা ও আমাবস্যা তিথীতে।
- অবস্থান: সূর্য - পৃথিবী - চাঁদ (১৮০° বরাবর বা একই সরলরেখা)
- মাসে ২ বার ঘটে,এই জোয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী হয়।

(iv) মরা কাটাল

- কখনঃ অষ্টমী তিথিতে,মাসে ২ বার ঘটে,
- অবস্থান: সূর্য - পৃথিবী - চাঁদ (সমকোণে থাকলে)এই জোয়ার সবচেয়ে দুর্বল হয়।

সিজিগি (Syzygy): সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ যখন একই সরলরেখায় অবস্থান করে, তখন তাকে 'সিজিগি' বলে। এটি দুই প্রকার:

- সংযোগ (Conjunction): অমাবস্যায় (পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে চাঁদ থাকে)।
- প্রতিযোগ (Opposition): পূর্ণিমায় (চাঁদ ও সূর্যের মাঝে পৃথিবী থাকে)।

বান ডাকা (Tidal Bore): ভরা কটালের সময় নদীর মোহনা দিয়ে প্রবল বেগে সমুদ্রের পানি ভেতরে প্রবেশ করলে তাকে 'বান ডাকা' বা 'সাঁড়াশির বান' বলে। (মেঘনা নদীতে এটি বেশি দেখা যায়)।
জোয়ারে ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে ভাটা হয়।
দুটি মুখ্য জোয়ারের মধ্যে ব্যবধান ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট (একে চন্দ্রদিন বা তিথি বলা হয়)।
দুটি জোয়ারের (একটি মুখ্য ও একটি গৌণ) মধ্যে ব্যবধান ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট
চাঁদ ওঠার সময় পরিবর্তন: প্রতিদিন চাঁদ আগের দিনের চেয়ে ৫২ মিনিট দেরিতে ওঠে।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ

- চাঁদ মাঝে আসলে সূর্যগ্রহণ(সূর্য মাঝে আসবে না)পৃথিবী মাঝে আসলে চন্দ্রগ্রহণ
- চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ: চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে থাকে তখন সূর্যগ্রহণ হয়। আর পৃথিবী যখন চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে থাকে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

জোয়ার ভাটার কারন:

- চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব,পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি।

ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)ঘূর্ণিঝড় হলো সমুদ্রের উষ্ণ জলরাশি থেকে সৃষ্ট নিম্নচাপজনিত ঝড়।

- বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় হয় আশ্বিন-কার্তিক ও চৈত্র-বৈশাখ মাসে/ প্রাক মৌসুমী বায়ুর ঋতুতে**(35rd BCS)**
- বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় হয়।
- ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হলো- গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়
    - অঞ্চল-৩০° উত্তর থেকে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ
    - সমুদ্রের তাপমাত্রা ২৭°(বা ৮০° ফারেনহাইট) এর উপরে থাকা প্রয়োজন**(43rd BCS)**
    - ঘূর্ণিঝড় তার শক্তি পায় লীন তাপ (Latent Heat) থেকে।
    - ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রকে 'চোখ' বলা হয়, যা শান্ত থাকে এবং নিম্নচাপ বিরাজ করে।
- অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে
- সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়
- উত্তর গোলার্ধে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু প্রবাহ হয় ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে**(45th BCS)** দক্ষিণ গোলার্ধে হয় ঘড়ির কাটার দিকে

বিভিন্ন অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ঃ

- সাইক্লোন → বাংলাদেশ ও ভারতীয় অঞ্চলে (গ্রিক শব্দ 'kyklos' থেকে)
- টাইফুন → জাপান, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরে,হ্যারিকেন → আমেরিকা ও আটলান্টিক
- বাগুইও/বোগি → ফিলিপাইন,উইলী উইলী → অস্ট্রেলিয়া
- গ্রেট রেড স্পট → মঙ্গলগ্রহে,(wizard's eye) ডার্ক স্পট → নেপচুন

বাংলাদেশে আঘাত হানা ঐতিহাসিক ঘূর্ণিঝড়:

ঘূর্ণিঝড়ের নাম	সাল ও তারিখ	বিশেষ তথ্য
১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড় (ভোলা)	১২ নভেম্বর ১৯৭০	ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। প্রায় ৫-১০ লক্ষ মানুষ মারা যায়।
১৯৯১-এর ঘূর্ণিঝড় (মরিয়ম)	২৯ এপ্রিল ১৯৯১	বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২২৫ কি.মি.।
সিডর (Sidr)	১৫ নভেম্বর ২০০৭ **(50th,45th BCS)**	সিংহলি শব্দ, অর্থ- 'চোখ'। সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
আইলা (Aila)	২৫ মে ২০০৯	মালদ্বীপের দেওয়া নাম, অর্থ- 'ডলফিন'।
মোখা (Mocha)	২০২৩	মিয়ানমার ও টেকনাফে আঘাত হানে। ইয়েমেনের কফি বন্দরের নামে।
রেমাল (Remal)	২০২৪	ওমানের দেওয়া নাম, অর্থ- 'বালু'।

ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণের পদ্ধতি

- এটি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং এসকাপ (ESCAP)-এর আঞ্চলিক প্যানেল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা: বাংলাদেশ যে অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, সেটি হলো 'WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones'। এই প্যানেলটি উত্তর ভারত মহাসাগরীয় (বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর) ঘূর্ণিঝড়গুলোর নামকরণ করে।
- সদস্য দেশ (১৩টি): এই প্যানেলে মোট ১৩টি দেশ আছে। প্রতিটি দেশ ১৩টি করে নাম জমা দেয়। মোট ১৬৯টি নামের একটি তালিকা ২০২০ সালে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় মানব সৃষ্ট আপদ নয় **(40th BCS)**মানব সৃষ্ট আপদ হলো বায়ু দূষণ(এই দূষণ অন্যান্য দূষণের তুলনায় মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ)**(37th BCS)**, দুর্ভিক্ষ, মহামারী

সুনামিঃএটি কোনো সাধারণ ঢেউ নয়, বরং সমুদ্রের তলদেশে আলোড়নের ফলে সৃষ্ট বিশাল জলরাশি**(36th,34th BCS)**

- Tsunami জাপানি শব্দ যার অর্থ ঢেউ।'Tsu' অর্থ বন্দর বা পোতাশ্রয় এবং 'Nami' অর্থ ঢেউ। অর্থাৎ 'পোতাশ্রয়ের ঢেউ'। **(46th BCS)**
- স্বাভাবিক গতি- ৫০০-৮০০ কিমি/ঘণ্টা
- সাধারণত ভূমিকম্পের পরে সুনামি ঘটে থাকে
- সবচেয়ে বড় সুনামি ২০০৪ সালে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে গতি ৭০০ থেকে ৮০০km**(36th BCS)**

ঐতিহাসিক সুনামি:

সাল ও স্থান	তারিখ	তথ্যাবলি
ভারত মহাসাগরীয় সুনামি	২০০৪	সুমাত্রায় সৃষ্ট ৯.১ মাত্রার ভূমিকম্পে ১৪টি দেশে আঘাত হানে।
জাপান সুনামি	২০১১	ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিপর্যয় ঘটে।

গুরুত্বপূর্ণ সংকেত ও সতর্কতা

সংকেতের ধরন	সংখ্যা	বিবরণ
সমুদ্রবন্দরের সংকেত	মোট ১১টি	১ থেকে ১১ পর্যন্ত (১০ নম্বর হলো মহাবিপদ সংকেত)।
নদীবন্দরের সংকেত	মোট ৪টি	১ থেকে ৪ পর্যন্ত।
সুনামি সতর্কতা		সুনামির কোনো নির্দিষ্ট নম্বর সংকেত নেই, ভূমিকম্পের মাত্রা দেখে সতর্ক করা হয়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি ও ভূপ্রকৃতি

বাংলাদেশের অবস্থানঃ

- এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত
- ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখা
- ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা**(36th BCS)**
- মাঝামাঝি স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছে- কর্কটক্রান্তিরেখা

আয়তন:আয়তন - ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। স্থল সীমানা চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ে বাংলাদেশে ১৭,১৬০.৬৩ একর জমি যোগ হয়েছে।

  - ছিটমহল মোট ১৬২ টি ছিল
  - বাংলাদেশের মধ্যে ছিল ১১১টি ভারতের**(36th BCS)**
  - ভারতের মধ্যে ছিল ৫১ টি বাংলাদেশের

সীমানাঃ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কি.মি.

- টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমা: ১২ নটিক্যাল মাইল
- অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা: ২০০ নটিক্যাল মাইল**(45th,11th BCS)**
- মহীসোপান: ৩৫০ নটিক্যাল মাইল (আন্তর্জাতিক নিয়ম)
- কিন্তু বাংলাদেশের জন্য মহীসোপান- ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল।

অবস্থান	জেলা	উপজেলা	স্থান
সর্ব উত্তরের	পঞ্চগড়**(22nd,14th BCS)**	তেঁতুলিয়া**(15th BCS)**	বাংলাবান্ধা**(17th BCS)**
সর্ব দক্ষিণের	কক্সবাজার**(24th BCS)**	টেকনাফ	ছেঁড়াদ্বীপ**(41st BCS)**
সর্ব পূর্বের	বান্দরবান	থানচি	আখাইনঠং
সর্ব পশ্চিমের	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	মনাকষা

সমুদ্রসীমাঃ

মোট সমুদ্রসীমা- ১,১৮, ৮১৩ বর্গ কিমি

প্রতিপক্ষ	আদালত	মামলার রায়	প্রাপ্ত সমুদ্রসীমা
মিয়ানমার	ITLOS - International Tribunal for the Law of the Sea জার্মানির হামবুর্গে সেন্টমার্টিন দ্বীপের ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রীয় সীমানা লাভ।	১৪-৩-২০১২	১,১১,৬৩১ বর্গ কিমি
ভারত	PCA-Permanent Court of Arbitration নেদারল্যান্ড এর হেগ দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ভারত পায়।	৭-৭-২০১৪	১৯, ৪৬৭ বর্গকিমি

সীমাঃ

ভারতের সাথেঃসবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গের সাথে ২২১৬.৭ কিলোমিটার**(47th BCS)**

- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য ৫টি(আমিত্রি মেপ)**(49th,41st,35th BCS)**
- বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা-৯টি
- ভারতের সেভেন 'Sister's রাজ্য ৪টি (আমিত্রি মে)

মিয়ানমারের সাথেঃ(43rd BCS)

- বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী রাজ্য ২টি১. রাখাইন ২. চিন প্রদেশ

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা ৩২ টি (মোট এর অর্ধেক)
ভারতের সাথে - ৩০ টি**(26th BCS)**
মিয়ানমারের সাথে - ৩ টি (খাবার-খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি বান্দরবান)**(38th BCS)**
রাঙামাটি ২ দেশের সাথেই আছে(এটি আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা)**(45th BCS)**
ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের সাথে ও বান্দরবান কক্সবাজারের সাথে ভারতের সীমানা নেই।**(32nd,26th BCS)**
বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী বাংলাদেশ ভারত পৃথক
বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে আছে নাফ নদী বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার পৃথক **(34th,15th BCS)**
মোট সীমা ৪,৭১১ কি.মি. **(36th BCS)**
BD-India - ৩৭১৫ কি.মি.
BD-Myanmar - ২৮০ কি.মি.
বঙ্গোপসাগরের তটরেখা = ৭১৬ কিমি

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিঃ

ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়
১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহ।
২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ।
৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি
১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ঃ১২% আয়তন ও সবচেয়ে পুরাতন ভূমিরূপ**(38th BCS)**

- বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব, উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
- আসামের লুসাই ও মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়
- ২ ভাগ**(37th BCS)**:উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়,দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়।**(17th BCS)**
- দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহঃ রাঙামাটি-বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাঞ্চল
    - কিওক্রাডং (১২৩০ মিটার)বান্দরবান **(12th BCS)**
    - তাজিনডং (১২৩১ মিটার) বাংলাদেশের সর্বোচ্চ(বান্দরবান)
- উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়:ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ
    - স্থানীয় ভাবে বলা হয়-টিলা
    - ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রধান পাহাড়-গারো পাহাড়(বাংলাদেশের সবচেয়ে উচু পাহাড়) **(13th BCS)**

২। প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহঃ৮% আয়তন
(ক) বরেন্দ্রভূমি:রাজশাহীর উত্তরাংশ বগুড়ার পশ্চিম অংশ.রংপুর ও দিনাজপুর**(19th BCS)**
(খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় -

- টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ = মধুপুর
- গাজীপুর = ভাওয়াল**(39th BCS)**

(গ) লালমাই পাহাড়

- কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কি.মি দূরে**(43rd BCS)**
- আয়তন - ৩৪ বর্গ কিমি (প্রায়),গড় উচ্চতা ২১ মিটার
- এখানকার মাটি লালচে ও কঙ্করময়।

৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিঃ৮০% আয়তন

- সমুদ্র থেকে - দিনাজপুর - ৩৭.৫০ মিটার
- বগুড়া - ২০. মিটার,ময়মনসিংহ - ১৮ মিটার,নারায়ণগঞ্জ ও যশোর - ৮ মিটার

ক.পাদদেশীয় সমভূমি: রংপুর ও দিনাজপুর।
খ.বন্যা প্লাবন সমভূমি: ঢাকা, টাঙ্গাইল, পাবনা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালী
গ. ব-দ্বীপ সমভূমি: কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর-ঢাকা
ঘ. উপকূলীয় সমভূমি: নোয়াখালী ও ফেনী নদী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রামের অঞ্চল।
ঙ. স্রোতজ সমভূমি: খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা
জলবায়ুঃবাংলাদেশে জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন।

- কর্কটক্রান্তি রেখার ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে।**(38th BCS)**

বৈশিষ্ট্যঃউষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল,শুষ্ক শীতকাল

- বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা - ২৬.০১° সেলসিয়াস
- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার।
- মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।
- সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় লালাখাল (শ্রীমঙ্গল, সিলেট)**(37th BCS)**
- উষ্ণতম স্থান লালপুর (নাটোর) / চুয়াডাঙ্গা ও রাজশাহী(সাম্প্রতিক সময়ে) **(36th BCS)**
- শীতলতম স্থান: শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) / তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়)

বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে
(ক) গ্রীষ্মকালঃ মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ)

- এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়
- সবচেয়ে উষ্ণ ঋতু,উষ্ণতম মাস এপ্রিল,কালবৈশাখী ঝড় হয়

(খ) বর্ষাকাল: জুন থেকে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক)

- প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়
- বছরের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০ ভাগ হয় বর্ষাকালে

(গ) শীতকাল: নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি (কার্তিক-ফাল্গুন)

- শীতলতম মাস জানুয়ারি
- সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ১৯০৫ সালে ১০.৫° দিনাজপুরে

EXtra:আবহাওয়া ৯০% আদ্রতা মানে বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সম্পৃক্ত অবস্থায় 90%| কোন এলাকার বায়ুমন্ডলে প্রকৃতপক্ষে যতখানি জলীয়বাষ্প আছে এবং যতখানি দলীয় বাষ্প থাকতে পারে তার অনুপাতি হল আপেক্ষিক আদ্রতা**(16th BCS)**
এল নিনো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার একটি জলবায়ুগত ঘটনা যা বৈশ্বিক আবহাওয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলে এর ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বৃষ্টিপাতের অনিয়ম দেখা দেয় অনেক সময় খরা দেখা দেয়**(47th BCS)**
একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত অঞ্চল সমূহকে যে কাল্পনিক রেখার সাহায্যে দেখানো হয় -আইসো হাইট
একই পরিমাণ লবণাক্ত এলাকা সমূহ কে যে কাল্পনিক রেখা দ্বারা দেখানো হয় -আইসোহ্যালাইন
একই পরিমাণ তাপ সম্পন্ন স্থান সম্পর্কে যে কাল্পনিক রেখা দ্বারা দেখানো হয়-আইসোথার্ম
একই পরিমাণ চাপ সম্পন্ন স্থানকে যে কাল্পনিক রেখা দ্বারা দেখানো হয়-আইসোবার**(41st,40th BCS)**

বাংলাদেশের পাহাড়

পাহাড়	অবস্থান	তথ্য
গারো	ময়মনসিংহ	বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু ও বৃহত্তম
লালমাই	কুমিল্লা	অপর নাম রোহিতগিরি
চন্দ্রনাথ	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	হিন্দুদের তীর্থস্থান
কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	এই পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে
চিম্বুক	বান্দরবান	পাহাড়ের রানি বলা হয়,একে 'বাংলার দার্জিলিং' বলা হয়
জৈয়ন্তিকা	সিলেট	
হিমছড়ি	কক্সবাজার	(15th BCS)
আলুটিলা	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ির সর্বোচ্চ পাহাড় ও একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র

বাংলাদেশের উপত্যকা: দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে উপত্যকা বা ভ্যালি বলে

উপত্যকা/ভ্যালি	অবস্থান	উপত্যকা/ভ্যালি	অবস্থান
হালদা ভ্যালি(24th BCS)	খাগড়াছড়ি	সাঙ্গু ভ্যালি	চট্টগ্রাম
বলিশিরা ভ্যালি	মৌলভীবাজার	ভেঙ্গি ভ্যালি(17th BCS)	কাপ্তাই রাঙামাটি
নাপিতখালি ভ্যালি	কক্সবাজার	মাইনীমুখী ও সাজেক	রাঙামাটি

বিল

অবস্থান	তথ্য	
চলনবিল	পাবনা, নাটোর সিরাজগঞ্জ (13th BCS)	বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল মিঠা পানির মাছের সবচেয়ে বড় উৎস
বিল ডাকাতিয়া	খুলনা	একে পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয়
তামা বিল	সিলেট	একমাত্র দেশের সীমান্তবর্তী বিল
আড়িয়াল বিল	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	মিঠা পানির মাছের উৎস: বিল. হাওর বাওর,পুকুর ইত্যাদি
ভবদাহ বিল	যশোর(35th BCS)	
বাইক্কা বিল	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	
কাইয়ার বিল	কক্সবাজার	
কোলাবিল	খুলনা	

হাওড়

হাওড়	অবস্থান	তথ্য
হাকালুকি	মৌলভীবাজার ও সিলেট	বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর(12th BCS)
টাঙ্গুয়ার	সুনামগঞ্জ	অপর নামঃ রামসার হাওড়(38th BCS) স্থানীয় নামঃ নয় কুড়ি কান্দার ছয় কুড়ি বিল ইউনেস্কো ঘোষিত 'রামসার সাইট' (২০০০)। জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত।
হাইল	মৌলভীবাজার	স্থানীয় নামঃ লতাপাতার হাওড়
বুরবুক	জৈন্তাপুর, সিলেট	বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম হাওড়

চর

জেলা	বিখ্যাত চর
ভোলা	চর মানিক,চর জব্বার,চর নিউটন,চর কুকড়িমুকড়ি,চর নিজাম,চর ঘাশন,চর মনপুরা(পর্তুগিজদের আস্তানা ছিল)
ফেনী	মহুরীর চর(34th BCS)
নোয়াখালী	চর শাহাবানী (হাতিয়া), ভাসানচর, সুবর্ণচর
রাজশাহী	নির্মল চর
সুন্দরবন	পাটনি চর
লক্ষ্মীপুর	চর আলেকজান্ডার, চর গজারিয়া
চট্টগ্রাম	উড়ির চর
সুন্দরবন (বাগেরহাটের নিকটে)	দুবলার চর • সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত,দুবলার চরের অপর নাম জাফর পয়েন্ট • মৎস আহরণ, শুটকী উৎপাদন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য বিখ্যাত।

বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার সবচেয়ে বেশি নিচু ভূমির পরিমাণ বেশি(37th BCS)